আলমডাঙ্গায় ক্লিনিক মালিকসহ তিন জনের ৭ হাজার টাকা জরিমানা

আলমডাঙ্গায় ভ্রাম্যমান আদালতে ২ জনকে সরকারি জায়গা- ফুটপাত দখল করে ব্যাবসার করার অপরাধে ২ হাজার টাকা জরিমানা করেছে, এবং আলমডাঙ্গার একটি অবৈধ ক্লিনিক মালিক কে ৫ হাজার টাকা জরিমানা ও ক্লিনিক সিলগালা করে দিয়েছে।
গতকাল বেলা ১১টার দিকে আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো: লিটন আলী স্থানীয় সরকার পৌর সভা আইনে আলমডাঙ্গা বাজারের মাছের বাজার, তহহাট, চালের বাজার, ফলের হাটে সরকারি জায়গা দখল করে ব্যাবসা করার কারনে জনদুর্ভোগের সৃষ্টি করার অপরাধে গত এক সপ্তাহ আগে নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট হিসেবে সরকারি জায়গা ছেড়ে দিতে সকলে আল্টিমেটাম দিয়ে আসে।
গতকাল এক সপ্তাহ শেষে অভিযান চালিয়ে ১৭ জনকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছিল এবং বাকি ব্যাবসায়িদের ফুটপাত ও সরকারি দখলকৃত জায়াগা ছেড়ে দিতে বলে যান।
গতকাল উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো: লিটন আলী সকাল ১০ টার দিকে বাজারে অভিযান চালান। এ সময় হলুদ পটির মীর ক্রোকারিজের মালিক সরকারি জায়গা ও ফুটপাত দখল করে ব্যাবসা করার অপরাধে স্থানীয় সরকার আইনে ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে তাকে ২ হাজার টাকা জরিমানা করেন।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন থানা অফিসার ইনচার্জ সৈয়দ আশিকুর রহমান, বনিক সমিতির সম্পাদক মীর শফিকুল ইসলাম প্রমুখ।
এ ছাড়াও বাজারে বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করে সকলকে আবারও এক সপ্তাহ সময় দেন, এর মধ্যে সরকারি দখল কৃত জায়গা থেকে মালামাল সরিয়ে নিতে বলেন। বেলা ১১ টার দিকে হারদী সততা ক্লিনিকে অভিযান চালিয়ে তাদের কোন বৈধ কাগজ পত্র না থানায় ক্লিনিকের অপারেশন থিয়েটার সহ ক্লিনিক সিলগালা করে দেন, এবং ক্লিনিক মালিক কে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করেন।

- আলমডাঙ্গা প্রতিনিধি

পেঁয়াজের দাম বাড়ায় মন্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা

পেঁয়াজের দাম বাড়তে বাড়তে এবার তা ভারতের কোথাও কোথাও ২০০ রুপি ছুঁতে চলেছে। পেঁয়াজ ইস্যুতে সরকারবিরোধীদের আক্রমণের মুখে অস্বস্তিতে নরেন্দ্র মোদী সরকার। এবার সেই ঝাঁজ গড়িয়েছে আদালতে।

ভারতের কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী রামবিলাশ পাসোয়ানের বিরুদ্ধে বিহারের এক আদালতে পেঁয়াজের মূল্যবৃদ্ধি ইস্যুতে ফৌজদারী মামলা দায়ের হয়েছে। এতে খাদ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে পেঁয়াজের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে ‘প্রতারণা ও বিভ্রান্ত করার’ অভিযোগ আনা হয়েছে।

মুজ্জাফ্ফরপুর মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে মামলাটি করেছেন এম রাজু নায়ার নামে এক সমাজকর্মী।

নায়ার নামে সেই মামলাকারী বলেন, কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী হিসেবে পেঁয়াজের দাম নিয়ন্ত্রণ করা রামবিলাশ পাসোয়ানের দায়িত্ব। কিন্তু সেই দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন মোদী সরকারের এই মন্ত্রী। এ কারণে তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন।

আগামী ১২ ডিসেম্বর মামলার শুনানির দিন স্থির করেছেন বিচারক মৌর্য কান্ত তিওয়ারি। এদিকে কলকাতায় পেঁয়াজের দাম উঠছে কেজি-প্রতি ১২০ থেকে ১৩০ রুপি।

সূত্র : এই সময়

মুজিবনগরে গাঁজা সেবনকারীর তিন মাসের জেল

মুজিবনগরে গাঁজা সেবন অপরাধে বাপ্পি হোসেন(২০) নামের এক জনকে তিন মাসের কারাদন্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে এগারোটার দিকে মোনাখালী ঈদগাহ ময়দানের পাশের বাঁশবাগানের

ভিতর তাকে এ সাজা দেওয়া হয়। সাথে ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহি অফিসার উসমান গনি। বাপ্পি হোসেন মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী গ্রামের শাহাবুদ্দিন এর ছেলে।

উপজেলা নির্বাহি অফিসার উসমান গণি জানান, বাপ্পি হোসেন গাঁজা খাওয়ার জন্য মোনাখালী ঈদগাহ ময়দানের পাশে বাঁশবাগানের কাছে অবস্থান করছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান চালিয়ে তাকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ এর ৩৬(১)এর ২১ ধারায় এবং মোবাইল কোর্ট আইন ২০০৯ এর বিধান মোতাবেক ৩ মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়, সাথে ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

-মুজিবনগর অফিস

চুয়াডাঙ্গায় হত্যা মামলায় একজনের যাবজ্জীবন

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় শাহিন হত্যা মামলায় আলম বিশ্বাস নামের একজনের যাবজ্জীবন কারাদন্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত।

সোমবার বিকালে চুয়াডাঙ্গা জেলা ও দায়রা জজ মোহা. রবিউল ইসলাম আসামীর উপস্থিতিতে এ রায় ঘোষণা করেন। রায় ঘোষণার পর আসামীকে পুলিশী প্রহরায় কারাগারে নেয়া হয়। দন্ডপ্রাপ্ত আলম বিশ্বাস দামুড়হুদার রঘুনাথপুর গ্রামের মৃত আজিজ বিশ্বাসের ছেলে।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, ২০১৪ সালের ৪ এপ্রিল সকালে পূর্ব বিরোধের জের ধরে রঘুনাথপুরের আব্দুর রাজ্জাক বিশ্বাসের ছেলে শাহিনকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় নিহতের পিতা বাদী হয়ে দন্ডপ্রাপ্ত আলম বিশ্বাস, তার ছেলে ডালিমসহ কয়েকজনকে আসামী করে দামুড়হুদা থানায় মামলা দায়ের করেন। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা দামুড়হুদা থানার এসআই আবু জাহের তদন্ত শেষে ২০১৫ সালের ২৪

জানুয়ারি আদালতে চার্জশীট দাখিল করেন। আদালত এ মামলায় ১৯ জন স্বাক্ষীকে পরীক্ষা করেন।

স্বাক্ষীদের স্বাক্ষ্য ও তথ্য উপাত্ত পরীক্ষা শেষে আসামী আলম বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাকে যাবজ্জীবন কারাদন্ডের আদেশ দেন আদালত। এ মামলার অন্য আসামী ডালিম বিশ্বাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় আদালত তাকে খালাস প্রদান করেন।
-চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি

অরক্ষিত টিটিসি, চুরি হলো অধিকাংশ কম্পিউটারের হার্ডডিস্ক

মেহেরপুর কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (টিটিসি) রাতের আধারে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। রবিবার দিবাগত রাতের কোন এক সময় তৃতীয় তলার দুটি ট্রেডের তালা ভেঙ্গে এ চুরির কাজ করেছে বলেছে জানা গেছে। তবে কারা এর সাথে জড়িত এ বিষয়ে নিশ্চিৎ করা না গেলেও চোররা যে আইসিটি বিষয়ে পারদর্শি তাতে সন্দেহ নেই কারও।

৭৬টি কম্পিউটারের র্যাম, প্রসেসর, হার্ড ডিস্ক সহ দামি জিনিস গুলো নিয়ে গেছে সংবদ্ধ চোর সদস্যরা।

এদিকে সরকারি ভবনে এতো বড় চুরির ঘটনায় জনমনে নানা প্রশ্ন উঠেছে। লাখ লাখ টাকার যন্ত্রপাতির কোন সুরক্ষা থাকেনা সরকারি অফিসে। এ দায় কার, প্রশ্ন সাধারণ জনগণের।

সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে ধারনা করা হচ্ছে একাধিক ব্যাক্তি এর সাথে জড়িত। যে ক্যামেরা টি গেটে লাগানো ছিল ভিতরে প্রবেশের পর সেটি বন্ধ করে দেয় চোরের দল।
পুলিশের প্রাথমিক ধারনা এটা পরিকল্পিতভাবে চুরি করা হয়েছে। সেই সাথে এই টিটিসি ভবন সম্পর্কে চোরের যথেষ্ট ধারনা আছে।

এ বিষয়ে টিটিসির ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শহিদুল ইসলাম জানান, রাত ১২টা পর্যন্ত আমি ইন্টারনেটের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। এর পর আমি ঘুমিয়ে যায়। সকালে অফিসে এসে দেখি দুটি কক্ষের তালা ভাঙ্গা। ভিতরে প্রবেশ করার পর চোখে পড়ে কম্পিউটার গুলো ভাঙা অবস্থায় পড়ে আছে এবং এর ভিতরের বিভিন্ন দামি যন্ত্রগুলো নেই। এ ঘটনা মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশকে জানানো হলে তারা এসে পরিদর্শন করে। পরে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে আসে। কারা কিভাবে এতো বড় চুরির ঘটনা ঘটিয়েছে এব্যাপারে কিছু বলা যাচ্ছে না।

এ ব্যাপারে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি রবিউল ইসলাম জানান, চোর যে বা যারাই হোক না কেন খুব তাড়াতাড়ি তাদের আইনের আওতায় নিয়ে আসা হবে। ইতি মধ্যে সিটি ফুটেজ ও ফিঙ্গার প্রিন্ট নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হচ্ছে। আমাদের অভিযান অব্যাহত আছে। অল্প কয়েকদিনের মধ্যে চোর চক্রকে আটক করা হবে। -নিজস্ব প্রতিনিধি

আমঝুপিতে তিন ব্যবসায়ীর জরিমানা

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি বাজারে দুটি ওষুধের দোকান ও একটি মুদি দোকানে অভিযান চালিয়ে ৬হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

বুধবার দুপুর সাড়ে ১২টার এর সময় নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট মিথিলা দাস এ আদালত পচিালনা করেন। এসময় মেডিসিন কর্নার ৩ হাজার টাকা ও আলসেফা ২হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। পরে আলা মার্কেট এ জাহিদের দোকনে অভিযান চালিয়ে চামড়াজাতকরণ লবন পাওয়ায় ১ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
-আমঝুপি প্রতিনিধি

মেহেরপুরে বিল ও স্থানীয় নেতৃত্বের বিরোধের জেরে খুন হয় রোকন ও হাসান

মেহেরপুর সদর উপজেলার দরবেশপুর গ্রামের রোকনুজ্জামান ও হাসানুজ্জামান দুই চাচাতো ভাইকে হত্যা করা হয় বিল ও স্থানীয় নেতৃত্বের বিরোধের জের ধরে। এই হত্যাকান্ড ঘটাতে ৮০ হাজার টাকা দিয়ে খুনি ভাড়া করা হয়। এই খুনের নির্দেশ দাতা হচ্ছে বর্তমানে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত কারাগারে আটক আসামী আব্দুল হামিদ। মেহেরপুর জেলা পুলিশ সুপার এসএম মুরাদ আলী সাংবাদিকদের সাথে প্রেস ব্রিফিং এ একথা বলেন।
বুধবার সকালে জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে এ প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়।
এসময় পুলিশ সুপার মুরাদ আলী আরও বলেন, গত ১১ সেপ্টেম্বর দিবাগত রাত ১১-১২টার দিকে মেহেরপুর সদরের দরবেশপুর গ্রামের পূর্বপাড়া সাকিনস্থ আজিজুল হকের ধানক্ষেত থেকে ইদ্রিস আলী বিশ্বাসের ছেলে রোকনুজ্জামান ও আবুল কালাম আজাদের ছেলে হাসানুজ্জামান দ্বয়ের ক্ষত-বিক্ষত লাশ উদ্ধার করা হয়।
এ ঘটনায় পুলিশের নিরলস পরিশ্রমের পর গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ২২ সেপ্টেম্বর রাত ২টার দিকে আব্দুল হাকিম, আব্দুস সালাম, তারাচাদ ফকির ও দরবেশপুর গ্রামের মামলত মন্ডল নামের চার আসামীকে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এদের মধ্যে আব্দুল হাকিম আদালতে স্বীকার করে যে, তার আপন বড় ভাই আব্দুল হামিদ(যাবজ্জীবন সাযা প্রাপ্ত আসামী) এর নির্দেশে হামিদের ছেলে মোক্তার হোসেন হত্যা ও শোলমারী বিলের অংশদারীত্ব হতে বাদ পড়া এবং স্থানীয় নেতৃত্ব নিয়ে কোন্দলের প্রদিশোধ স্বরুপ উক্ত হামিদ জেলখানা হতে রোকন ও হাসানকে হত্যার জন্য তার ভাই হাকিমকে নির্দেশ দেয়। পরবর্তিতে হাকিমের নির্দেশনা মোতাবেক ঘটনার পূর্বে তার আপন ভাগ্নে ইসমাইল হোসেন বাক্কাকে নগদ ৮০ হাজার টাকা দিয়ে খুনি ভাড়া করে হত্যাকান্ডটি ঘটায়।
এই হত্যা মিশনে জড়িত সন্দিগ্ধ আসামী আবুল কালাম কালুকে ৮

অক্টোবর বারাদি বাজার থেকে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসা বাদ করা হয়। এতে সে হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে।
তার স্বীকারোক্তিতে গত ১২ অক্টোবর রাত ৯টার দিকে গাংনী থানার হাটবোয়ালীয়া রোড থেকে হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত সন্দেহে রনি আলী গ্রেফতার করা হয়। পরে জিজ্ঞাসাবাদে সে হত্যাকান্ডের সাথে জড়ত থাকার কথা স্বীকার করে ঘটনার বর্ননা দেয়। সে বলে, বাক্কা সহ অন্য আর একজন আসামী রোকনকে কোপাতে থাকে। পরবর্তিতে বাক্কা ও আরএকজন আসামী রোকনের পা চেপে ধরে। রনির স্বীকারোক্তিতে গত ১৪ অক্টোবর মুজিবনগর কেদারগঞ্জ থেকে ফরিদ নামের আরও একজন আসামীকে গ্রেফতার করে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।
এর মধ্যে ইসমাইল হোসেন বাক্কা গত ৪ অক্টোবর অজ্ঞাগ সন্ত্রাসীদের বন্দুক যুদ্ধে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন। তার বিরুদ্ধে হত্যা মামলা হস একাধিক মামলা বিচারাধিন ছিল।
এসময় পুলিশ সুপার বলেন হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত অন্যান্য পলাতক আসামীদের গ্রেফতারের জোর অভিযান চলছে। তদন্ত স্বার্থে তাদের নাম প্রকাশ করা হচ্ছে না।

নিজস্ব প্রতিনিধি:

আবরার হত্যার বিচার দ্রুততম সময়ে: আইনমন্ত্রী

আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, আবরার হত্যা মামলার বিচার দ্রুততম সময়ের মধ্যে শেষ করা হবে। তবে কোন আদালতে করা হবে না হবে, তা মামলার অভিযোগপত্র দেওয়ার পরই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে নোয়াখালীর চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের নতুন ভবন উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি।

এজাহারে অনেকের নাম নেই—সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নে আইনমন্ত্রী বলেন, মামলার এজাহার করা হয়েছে। এই মামলার ও হত্যার যে প্রকৃতি, হয়তো অনেকের নাম এজাহারে না-ও আসতে পারে। কিন্তু এজাহার করার পরে একটা তদন্ত হয়, তদন্ত পুলিশ করবে এবং সেই তদন্তে যারা দোষী,

তাদের সবার নাম মামলায় যুক্ত হবে।

এর আগে জেলা ও দায়রা জজ সালেহ উদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন আনিসুল হক। এ সময় তিনি বলেন, সব আদালত ভবনকে সিসি ক্যামেরার আওতায় আনা হবে। ক্যামেরাগুলো মনিটরিং করা হবে। সাড়ে ৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০ তলাবিশিষ্ট ওই আদালত ভবন নির্মিত হয়।

অনুষ্ঠানে নোয়াখালী-৪ আসনের সাংসদ মোহাম্মদ একরামুল করিম চৌধুরী, নোয়াখালী-৬ আসনের সাংসদ আয়েশা ফেরদাউস, আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব গোলাম ছারওয়ার প্রমুখ বক্তব্য দেন।

বিকেলে মন্ত্রী জেলা আইনজীবী সমিতির মিলনায়তনে আইন পেশায় ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আটজন জ্যেষ্ঠ আইনজীবীকে দেওয়া সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন। এ সময় মন্ত্রী আইনজীবী সমিতির গ্রন্থাগারের বই কেনার জন্য ১০ লাখ টাকা অনুদান দেওয়ার ঘোষণা দেন।

-নিজস্ব প্রতিনিধি

টাকার পেছনে ছোটায় আইনজীবীদের প্রতি আস্থা হারাচ্ছে মানুষ: রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ বলেছেন, আমার মনে হয়ে আইনজীবীদের ওপর থেকে মানুষ আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। তাদের কাছে আইনি সেবা নিতে গিয়ে হয়রানি হয়। কেবল টাকার পেছনে ছোটার যে কালচার তৈরি হয়েছে, তা থেকে বের হয়ে আসতে হবে। তবেই মানুষ আইনজীবীদের আগের মতো শ্রদ্ধা করবে।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে কিশোরগঞ্জ জেলা আইনজীবী সমিতির দেয়া সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ সব কথা বলেন।

রাষ্ট্রপতি বলেন, অতীতে রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে আইনজীবীদের যে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা ও ঐতিহ্য ছিল তা অনেকটাই ম্লান হয়ে গেছে। আগে যারা সংসদে এমপি হতেন তাদের একটা বড় অংশই ছিল আইনজীবী। তারা সমাজ ও রাষ্ট্রে নেতৃত্ব দিতেন কিন্তু; বর্তমান সময়ে নানা অবক্ষয়ের কারণে সেটা আর দেখা যায় না।

তিনি পরিসংখ্যান দিয়ে বলেন, ১৯৭০ সালের পার্লামেন্টে আইনজীবীর সংখ্যা ছিল ৫১ ভাগ। অষ্টম সংসদে ছিল মাত্র ৩৩ জন। এখন হয়ত তা আরও কম।

রাষ্ট্রপতি আইনজীবীদের সমালোচনা করে বলেন, আমার মনে হয় কেবল টাকার পেছনে ছোটার কারণে আইনজীবীদের ওপর থেকে মানুষ আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। তাদের কাছে আইনি সেবা নিতে গিয়ে হয়রানি হয়। তবে এই মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। তবেই মানুষ আইনজীবীদের আগের মতো শ্রদ্ধা করবে।
-নিজস্ব প্রতিনিধি

সরকারি কাজে বাধা, ছাত্রলীগ নেতার কারাদন্ড

সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার দায়ে জয়পুরহাটের আক্কেলপুর উপজেলায় এক ছাত্রলীগ নেতাকে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদ- দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। সাজা পাওয়া ওই ছাত্রলীগ নেতার নাম রোম্মান হোসেন। তিনি গোপীনাথপুর ইউনিয়নের ভিকনী গ্রামের বাসিন্দা। তিনি গোপীনাথপুর ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি।

রোম্মানকে গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। রোম্মান হোসেনের দলীয় পরিচয় নিশ্চিত করেছেন আক্কেলপুর উপজেলা ছাত্রলীগের আহ্বায়ক খাদেমুল ইসলাম।

ভ্রাম্যমাণ আদালত ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রোম্মান হোসেন দলীয় প্রভাব খাটিয়ে ভিকনী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কার্যক্রমে বাধা দিতেন। এ সময় তিনি ওই

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অসদাচরণ করতেন। এ নিয়ে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও পরিচালনা কমিটি রোম্মানের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠকে বসে মিটমাটের চেষ্টা করেছে। এতেও রোম্মান ক্ষান্ত হননি। সকালে রোম্মান দলবল নিয়ে বিদ্যালয়ে যান। এরপর প্রধান শিক্ষককের সঙ্গে অসদাচরণ ও বিদ্যালয় পরিচালনার কাজে বাধা দেন। প্রধান শিক্ষক বিষয়টি উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে জানান।

ভিকনী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাছুদা খানম বলেন, রোম্মান হোসেন আগেও একাধিকবার বিদ্যালয়ে এসে শিক্ষকদের সঙ্গে অসদাচরণ ও কাজে বাধা দিয়েছেন। বিদ্যালয় চলাকালে এসে তিনি আবারও একই আচরণ করছিলেন। এ জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ঘটনাস্থলে এসে রোম্মানকে কারাদ- দিয়েছেন।

প্রধান শিক্ষক মাছুদা খানম বলেন, ‘কারাদ-◌ের পর রোম্মান হুমকি দিয়ে বলেছেন, জেল থেকে ছাড়া পেয়ে আমাকে দেখে নেবেন।’
আক্কেলপুর উপজেলা ছাত্রলীগের আহ্বায়ক খাদেমুল ইসলাম বলেন, রোম্মান তাঁকে জানিয়েছেন, তাঁর বাড়ির পাশেই ভিকনী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যালয়টিতে বেলা দুইটার পর ঠিকমতো পাঠদান হয় না। এরই প্রতিবাদ করতে গিয়েছিলেন রোম্মান। এ ঘটনায় ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে তদন্ত করা হবে।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের হাকিম ইউএনও জাকিউল ইসলাম বলেন, সরকারি কাজে বাধা দেওয়ায় রোম্মান হোসেনকে এই সাজা দেওয়া হয়েছে।
আক্কেলপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কিরণ কুমার রায় বলেন, রোম্মানকে দুপুরে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

- নিজস্ব প্রতিনিধি